পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

- হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

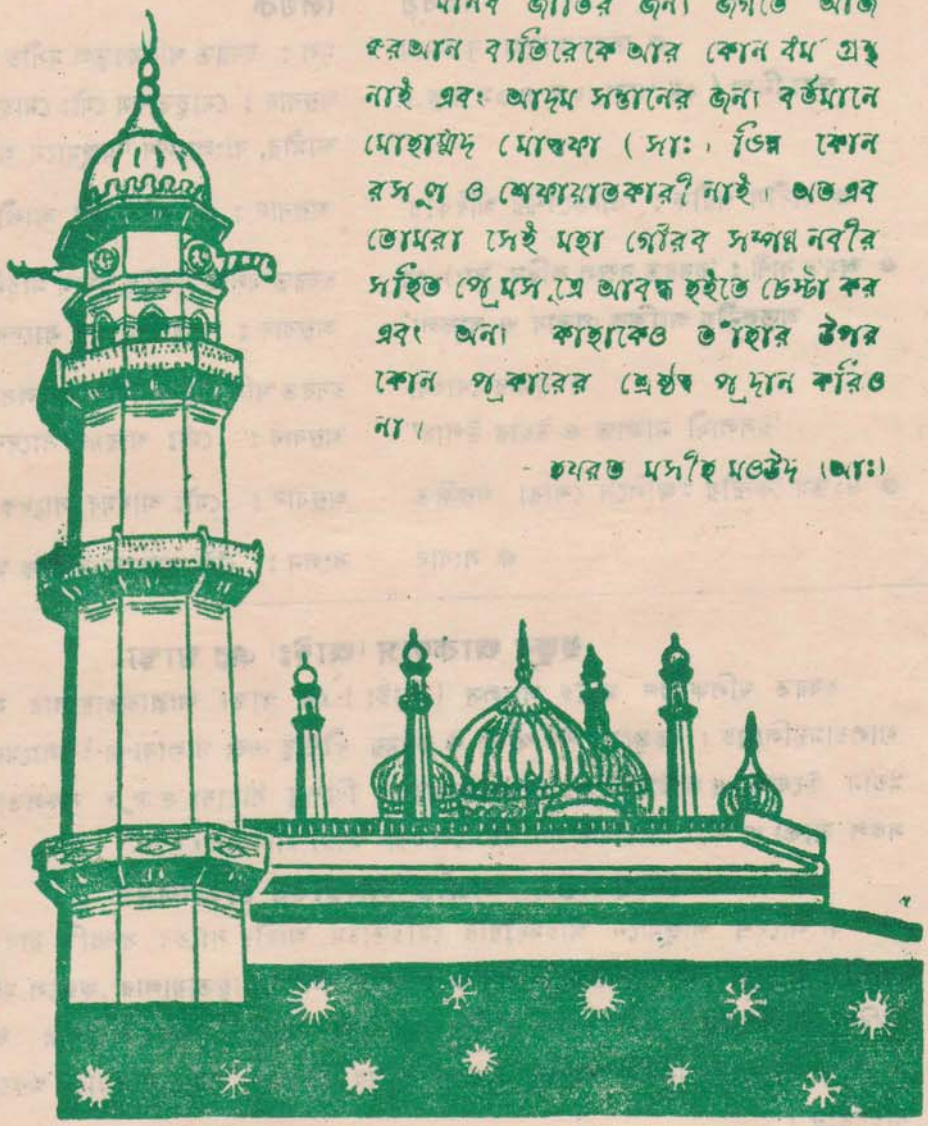

সম্পাদক : এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৫ বর্ষ । ২৩ শ সংখ্যা

১লা বৈশাখ ১৩৮৯ বাংলা ॥ ১৫ই এপ্রিল ১৯৮২ ইং ॥ ২০শে জমাদিউস সানি ১৪০২ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ১৫ 00 টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহমদী

১৫ এপ্রিল ১৯৮২

৩৫শ বর্ষ
২৩শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজামাতুল কুরআন সূরা নিসা (৫ম পারা, ৮ম ও ৯ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'প্রতিবেশীর অধিকার'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী : 'হযরত রসুল করিম সাঃ)-এর অতুলনীয় আত্মিক প্রভাব ও সাফল্য'	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* জুমার খোৎবা 'ইসলামী নাজাত ও উহার উপায়'	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৮
* ৬২তম কেন্দ্রীয় মজলিসে শোরা অনুষ্ঠিত	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মামুদ	১১
* সংবাদ	সংকলন : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৫

হুজুর আকদাস (আইঃ) এর স্বাস্থ্য

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর স্বাস্থ্য আল্লাহতায়ালার ফজলে ভাল। আলহামদুলিল্লাহ। হুজুরের পূর্ণ স্বাস্থ্য ও কর্মময় দীর্ঘায়ু এবং গালাবা-এ-ইসলামের লক্ষ্যে তাঁহার মহান উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীতে আল্লাহতায়ালার বিশেষ সাহায্য ও দ্রুত সফলতা লাভের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী নিয়মিত সকাতর দোওয়া জারী রাখিবেন।

মোহতারম আমীর সাহেবের প্রত্যাগমন

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম আমীর সাহেব সম্প্রতি রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় শোরায় যোগদানের পর বিগত ১৫ই এপ্রিল আল্লাহতায়ালার ফজলে মঙ্গলমত ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়াছে। মোহতারম আমীর সাহেবের স্বাস্থ্য আল্লাহতায়ালার ফজলে ভাল। ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের নিকট তাঁহার স্বাস্থ্য ও কর্মময় দীর্ঘায়ুর জন্য দোওয়ার অনুরোধ জানানো যাইতেছে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের সকল জামাতের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে জনাব মাজহারুল হক সাহেবকে মোহতারম আমীর সাহেব বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার "সেক্রেটারী তালীমুল কুরআন" নিযুক্ত করিয়াছেন। আল্লাহতায়ালা যেন তাঁহাকে উত্তমরূপে উক্ত পদে কর্তব্য পালনের তৌফিক দান করেন। আমীন।

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৫শ বর্ষ : ২৩শ সংখ্যা

১লা বৈশাখ, ১৩৮৯ বাংলা : ১৫ই এপ্রিল ১৯৮২ ইং : ১৫ই শাহাদত ১৩৬১ হিঃ শামসী

সূরা নিসা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ১৭৭ আয়াত ও ২৪ রুকু আছে]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৪)

৫ম পারা **৮ম রুকু**

৫২। তুমি কি ঐ সকল লোকের অবস্থা জান না যাহাদিগকে এলাহি কেতাবের কিছু অংশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা বেফায়দা কথা এবং সীমা লঙ্ঘনকারীগণের উপর ঈমান রাখে এবং কাফেরগণের সম্বন্ধে বলে যে ইহারা মোমেনগণের তুলনায় অধিকতর হেদায়েতপ্রাপ্ত।

৫৩। ইহারাই ঐ সকল লোক যাহাদিগকে আল্লাহ অভিশপ্ত করিয়াছেন, বস্তুতঃ আল্লাহ যাহাকে অভিশপ্ত করেন, তুমি কখনও কাহাকেও তাহার সাহায্যকারী পাইবে না।

৫৪। হুকমতে কি তাহাদের কোন অংশ আছে ? তাহা হইলে তাহারা জনগণকে খর্জুরবিজস্থীত ছিদ্র পরিমাণও কিছু দিবে না।

৫৫। অথবা যাহা (কিছু) আল্লাহ আপন ফজল হইতে লোকদিগকে দিয়াছেন উহারা কি তাহার কারণে তাহাদিগকে ঈর্ষা করে ? (যদি হইয়া থাকে,) তাহা হইলে আমরা ইবরাহীমের বংশধরকেও কেতাব এবং হিকমত দিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে বিশাল হুকুমত দিয়াছিলাম।

৫৬। অতঃপর তাহাদের মধ্য হইতে কতক জন ইহার (অর্থাৎ এই নূতন কিতাবের) উপর ঈমান আনিল এবং তাহাদের মধ্য হইতে কতক জন উহা হইতে বিরত থাকিল, এবং জাহান্নাম উত্তাপে অতীব প্রখর।

৫৭। নিশ্চয় যাহারা আমাদের আয়াত সমূহকে অস্বীকার করিয়াছে, শীঘ্রই আমরা তাহাদিগকে আগুনে নিক্ষেপ করিব, যখনই তাহাদের চর্ম জ্বলিয়া যাইবে আমরা উহার স্থলে অন্য চর্ম বদলাইয়া দিব যেন তাহারা শাস্তির স্বাদ ভোগ করে আল্লাহ নিশ্চয় মহাপরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।

৫৮। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে, আমরা শীঘ্রই তাহাদিগকে এমন বাগান সমূহে দাখিল করিব, যাহার তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত, যেখানে তাহারা সদা বসবাস করিবে ; সেখানে তাহাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী থাকিবে এবং আমরা তাহাদিগকে ঘন স্নিগ্ধ ছায়ায় দাখিল করিব।

৫৯। আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদিগকে (এই) আদেশ দিতেছেন যে, তোমরা আমানত সমূহকে উহাদের হকদারদিগকে সোপর্দ কর, (ইহাও যে) যখন তোমরা জনগণের মধ্যে বিচার কর তখন ন্যায়পরায়নতার সহিত বিচার কর; আল্লাহ যে বিষয়ে তোমাদিগকে আদেশ দিতেছেন, নিশ্চয় উহা অতি উত্তম; নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

৬০। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং এই রসুলের ও তোমাদের মধ্যে যাহারা আদেশ দিবার অধিকারী তাহাদেরও আনুগত্য কর, অতঃপর যদি কোন বিষয়ে (শাসকগণের সহিত) তোমাদের মতভেদ হয়, তবে যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখ তাহা হইলে তোমরা উহা আল্লাহ এবং এই রসুলের দিকে সমর্পন কর (এবং তাহাদের আদেশের আলোকে মতভেদের ফয়সালা কর) ইহা বড়ই কল্যাণজনক এবং পরিণামের দিকদিয়া অতি উত্তম।

৯ম রুকু

৬১। তুমি কি ঐ সকল লোকের অবস্থা দেখ নাই, যাহারা দাবী করে যে, যাহা তোমার উপর নাযেল করা হইয়াছে এবং যাহা তোমার পূর্বে নাযেল করা হইয়াছিল উহাদের উপর তাহারা ঈমান আনিয়াছে? তাহারা সীমালঙ্ঘনকারীদের দ্বারা ফয়সালা করাইতে চাহে যদিও তাহাদিগকে আদেশ করা হইয়াছিল তাহারা যেন তাহাদের কথায় না চলে (এবং তাহাদের দ্বারা ফয়সালা না করায়) কারণ শয়তান তাহাদিগকে ভয়াবহ বিপথগামীতায় নিক্ষেপ করিতে চাহে।

৬২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, যাহা কিছু আল্লাহ নাযেল করিয়াছেন, তাহার দিকে এবং এই রসুলের দিকে এসো, তখন তুমি মুনাফেকদিগকে দেখিতে পাইবে যে তাহারা তোমার নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে পিছনে সরিয়া যাইতেছে।

৬৩। তবে কেন যখন তাহাদের কৃতকর্মের ফলে তাহাদের উপর কোন বিপদ আসে তখন তাহারা ঘাবরাইয়া যায় এবং আল্লাহর কসম খাইতে খাইতে তোমার নিকট আসে এবং বলে আমরা প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার ও পরস্পর মিল ব্যতীত আর কিছুই চাই নাই।

৬৪। ইহারাই ঐ সকল লোক যাহাদের অন্তরের কথা আল্লাহ ভালভাবে জানেন, সুতরাং তুমি তাহাদিগকে পরিহার করিয়া চল এবং তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও এবং তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে তাহাদিগকে হৃদয়গ্রাহী কথা বল।

৬৫। এবং আমরা কোন রসুল এই উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে যে যেন আল্লাহর আদেশে তাহার আনুগত্য করা হয়, প্রেরণ করি নাই। হায়! যখন তাহারা নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছিল, তখন যদি তাহারা তোমার নিকট আসিত এবং আল্লাহর নিকট তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিত এবং রসুলও তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিত, তাহা হইলে

(৪-এর পাতায় দেখুন)

হাদিস শরীফ

প্রতিবেশীর অধিকার

১। হযরত ইবনে উমর ও হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "জিব্রিল সব সময় আমাকে প্রতিবেশীর প্রতি উত্তম ব্যবহারের তাকিদ করিয়া আসিতেছেন। এমন কি আমার ধারণা হইল, হয়ত তিনি উহাকে যেন ওয়ারিশে পরিণত করিবেন।"

('বুখারী কিতাবুল আদব, বাবুল ওসাইয়া বিল জার, ২:৮৮৯)

২। হযরত আবু যার রাযিয়াল্লাহুতায়ালা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : হে আবু যার, যখন তুমি তরকারী পাক কর তখন উহাতে ঝোল অধিক দিবে এবং তোমার প্রতিবেশীর প্রতিও খেয়াল করিবে। অর্থাৎ, কোন না কোন প্রতিবেশীকেও উহা হইতে তোহ্‌ফা পাঠাইবে।"

('মুসলিম, কেতাবুল বিররে ওয়াসসেলাতে, বাবুল ওসিয়াতে বিল জারে ওয়াল ইসালে ইলাইহে' ২-২ : ২০৩ পৃঃ)

৩। হযরত আবু যার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন :

"হে মুসলমান স্ত্রীলোকগণ, কোন স্ত্রীলোক, প্রতিবেশী কোন স্ত্রীলোক প্রতিবেশীর সহিত হিকারত বা ঘৃণা সূচক ব্যবহার করিবে না। যদি তাহাকে (তোহফা স্বরূপ) ছাগলের একটি পা পাঠাইতেও পার, তাহা করা উচিত। ইহাতে লজ্জার কিছুই নাই।

(বুখারী, কেতাবুল আদব, বাবুলা তাহকেরান্না জার্‌াতুন লে জার্‌াতেহা, ২:৮৮)

৪। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালা এবং আখেরাতের উপর ঈমান রাখে (অর্থাৎ সাচ্চা ঈমানদার) সে তাহার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ-তায়ালা এবং আখেরাতের উপর ঈমান রাখে সে তাহার মেহমানের সম্মান করিবে। যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালা এবং আখেরাতের উপর ঈমান রাখে, সে কল্যাণসূচক নেক কথা বলিবে, বা চুপ থাকিবে।" ('বুখারী কেতাবুল আদব, বাবু মান কানা ইয়ুমেনু বিল্লাহে ওয়াল ইয়াওমিল আখেরে ফালা ইউযেররাহু, ২:৮৮৯ পৃঃ)

৫। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : খোদাতায়ালার কসম, সেই ব্যক্তি মুমেন নয়। খোদাতায়ালার কসম সেই ব্যক্তি মুমেন নয়। তাঁহাকে (সাঃ) জিজ্ঞাসা করা হইল : হে রাসুলুল্লাহ, কে মুমেন নয় ? তিনি ফরমাইলেন : সেই ব্যক্তি, যাহার প্রতিবেশী তাহার দুষ্টামি ও অতর্কিত আঘাত হইতে নিরাপদ নয়।" (বুখারী, কিতাবুল আদব; বাবু মান লা ইয়ুমান্নু জার্‌াহু বাওয়ায়েকাহু ২:২৮৯ পৃঃ)

নাগরিকের অধিকার ও নিয়মাবলী

১। হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যখন কোন মুসলমান ফলবতী বৃক্ষ রোপন করে—উহার ফল খাওয়া হউক বা চুরি করা হউক—রোপনকারী সওয়াব পাইবে এবং উহা তাহার দিক হইতে সদকা হইবে। তেমনি যে ব্যক্তি উহা পরিষ্কার বা যত্ন করে, সেও উহার সওয়াব পাইবে এবং তাহার দিক হইতে সদকা হইবে। ("মুসলিম, বাবু ফাজলে গারসে ওয়ায যারয়ে, ১০-২২৪ পৃঃ)

২। হযরত আবু যার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "আমি এক ব্যক্তিকে দেখিয়াছি সে জান্নাতে বিচরণ করিতেছিল। সে কেবল মাত্র একটি নেকী করিয়াছিল। একটা কাঁটাযুক্ত গাছ পথিক মুসলমানদিগকে কষ্ট দিতেছিল। সে উহাকে কাটিয়া দিয়াছিল।" অন্য এক রেওয়াতে আছে : "এক ব্যক্তি রাস্তার উপর একটা গাছের ঝুলায়মান শাখা-প্রশাখা দেখিতে পাইল। উহাতে পথে চলিবার সময় মুসলমানগণের কষ্ট হইত। সে বলিল : খোদার কসম, আমি ইহার ঐ ডালগুলি কাটিয়া ফেলিয়া দিব যাহাতে মুসলমানগণের কষ্ট না হয়। ইহাতে আল্লাহতায়ালা তাহার (ঐ কর্মের) সমাদর করিলেন, উহার সম্মান দিলেন এবং তাহাকে ক্ষমা করিলেন।

(মুসলিম ; কেতাবুল বির্রে ওয়াস সেলাতে বাবু ফাযলু ইযালাতিল আযা আনিৎ তারিক, ২-২:২০০ পৃঃ)

{ হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত }

অনুবাদ—**এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার**

সুরা নিসা

(২-এর পাতার পর)

তাহারা নিশ্চয়ই আল্লাহকে অত্যন্ত মনোযোগশীল, বারবার করুণাকারী হিসাবে পাইত।

৬৬। সুতরাং তোমার রবের কসম যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা প্রত্যেক বিষয়ে যে সম্বন্ধে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া হইয়া যায়, তোমাকে বিচারক মানিবে এবং তুমি যাহা ফয়সালা কর উহা নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিবে এবং সম্পূর্ণরূপে আনুগত্য স্বীকার করিবে, (ততক্ষণ) তাহারা কখনও ঈমানদার হইবে না।

৬৭। এবং আমরা যদি তাহাদিগকে এই আদেশ দিতাম যে, তোমরা নিজদিগকে মার অথবা আপন গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাও, তবে তাহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যতীত কেহই ইহা (পালন) করিত না। এবং যে বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে যদি তাহারা উহা পালন করিত, ইহা তাহাদের জন্য বড়ই কল্যাণজনক এবং বেশী মজবুতীর কারণ হইত।

৬৮। এবং তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় তাহাদিগকে নিজ সন্নিধান হইতে মহা পুরস্কার দান করিতাম।

৬৯। এবং তাহাদিগকে নিশ্চয় আমরা সরল পথে পরিচালিত করিতাম।

৭০। এবং যাহারা আল্লাহ এবং এই রসুলের আনুগত্য করিবে, তাহারা ঐ সকল লোকদের মধ্যে শামিল হইবে আল্লাহ যাহাদিগকে নে'মত দান করিয়াছেন, অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দীকগণ, এবং সালেহগণের মধ্যে, এবং ইহারা বড়ই উত্তম সঙ্গী।

৭১। এই ফযল হইল আল্লাহর পক্ষ হইতে, এবং আল্লাহ পরম জ্ঞানী।

('তফসীরে সগীর হইতে পবিত্র কুরআনের তরজমার বঙ্গানুবাদ)

হযরত ইমাম
মাহ্‌দী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

হযরত রসুল করিম (সাঃ)-এর অতুলনীয় আত্মিক প্রভাব ও সাফল্য

"আমাদের পয়গম্বরে-খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্রকরণ (আধ্যাত্মিক) শক্তি এমন উচ্চ পর্যায়ে উপনীত ছিল যেন সমগ্র নবীকূল (আলাইহিমুসসালাম)-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হইবে যে, কেহই তাঁহার মোকাবেলায় কিছুই কাজ করিয়া দেখাইতে পারেন নাই। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর প্রস্তুতকৃত জামাতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে তাঁহারা ছিলেন সম্পূর্ণ খোদাতায়ালার জন্য উৎসর্গীত এবং নিজেদের পুণ্য ও কর্মময় জীবনে ছিলেন তাঁহারা নজীরবিহীন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কল্যাণময় এবং সাফল্যমণ্ডিত জীবনের এই চিত্রই উদ্‌ভাসিত হয় যে তিনি যে কাজের জন্য দুনিয়াতে আগমন করিয়াছিলেন উহা সম্পূর্ণরূপে সুসম্পন্ন করার পর তিনি এ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। সরকারী বন্দোবস্ত বিভাগের কর্মকর্তারা যেমন নির্দ্ধিষ্ট মেয়াদের মধ্যে যাবতীয় কাগজপত্র তৈরী করিয়া দিয়া সর্বশেষ রিপোর্ট প্রদান করেন, তারপর বিদায় গ্রহণ করেন, তেমনি ভাবে রসুল করীম সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে দেখা যায় যে, যে-দিন 'কুম ফা আনযের' (উঠ এবং সতর্ক কর) প্রত্যাদেশ-বাণী আসিয়াছিল, সেই দিন হইতে "ইযা জায়া নাসরুল্লাহে" এবং "আল ইউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম" আয়াত অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত সকল ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহার অতুলনীয় সার্বিক সফলতারই প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সকল আয়াত ও ঘটনাবলী দৃষ্টে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে তিনি খাসভাবে আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট ছিলেন।

হযরত মুসা (আঃ) স্বীয় জীবনে সেই বিষয়ে সফলতা লাভ করিতে সক্ষম হন নাই, যাহা তাঁহার রেসালতের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। তিনি 'প্রতিশ্রুত পবিত্র ভূমি' (ফিলিস্তিন) নিজ চোখে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই বরং পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। কোন অবিশ্বাসী কিরূপে মানিবে? তাঁহার অর্ধপথে মৃত্যুবরণ এবং প্রতিশ্রুত ভূমিতে পৌঁছিতে না পারার কারণ সমূহ কেনই বা সে শুনিতে যাইবে? সে তো ইহাই বলিবে যে তিনি যদি সত্যকার ভাবে আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবদ্দশায় সেই সকল ওয়াদা কেন পূর্ণ হইল না? সত্য কথা এই যে, সকল নবীর নবুওতের পরদাপোশী ও সত্যায়ন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমেই সাধিত হইয়াছে। তেমনি হযরত মসীহ (আঃ)-এর

জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। সমস্ত রাত তিনি নিজে দোওয়া করিতে থাকেন, শিষ্যদের দিয়াও দোওয়া করান, কিন্তু অবশেষে অভিযোগ-অনুযোগের অবতারণা করিয়া বসেন, এমন কি (ক্রুশ বিদ্ধাবস্থায়) বলিয়া উঠিলেন—'এলী এলী লেমা সাবাকতানী' (—হে আল্লাহ, হে আল্লাহ, আমাকে তুমি কেন ছাড়িয়া দিলে?)। পাদ্রীগণ মসীহ (আঃ)-এর জীবনের শেষ অবস্থা যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, উহাতে তো শুধু নৈরাশ্যেরই উদ্ভব হয়। দাবী তো ছিল খুব বড় বড়, কিন্তু কাজ কিছুই করিয়া দেখাইলেন না! সারা জীবনে মাত্র বার জন মানুষ তৈরী করিলেন এবং তাহারাও এমন নীচু ধ্যান-ধারণা ও স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন যে তাঁহারা খোদার রাজত্বের তত্ত্বমূলক কথা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। এমন কি তাঁহার নিজের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সাথী যাহার সম্বন্ধে তাঁহার ফতোয়া ছিল যে, সে যমীনে যাহা করে, আসমানে তাহাই ঘটে এবং স্বর্গের চাবিকাঠি তাহার হস্তে সমর্পিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই সর্বপ্রথম মসীহকে অভিসম্পাত করে। তেমনিভাবে সেই ব্যক্তি, যাহাকে তিনি আমানতদার ও কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং যাহার বুকে মাথা রাখিয়া শুইতেন, সেই ব্যক্তি ত্রিশটি রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে তাঁহাকে শত্রুর হাতে ধরাইয়া দিয়াছিল। এখন এমতাবস্থায় কে বলিতে পারে যে হযরত মসীহ সত্যিকারভাবে প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার হক আদায় করিয়াছিলেন এবং যথার্থভাবে দায়িত্ব পালনে সমর্থ হইয়াছিলেন?

ইহার মোকাবেলায় আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কিরূপ প্রতিষ্ঠিত কর্মময় ও সফল জীবনের অধিকারী ছিলেন! যখন তিনি দুনিয়াতে ঘোষণা করেন যে আমি একটি মহান কাজের দায়িত্ব লইয়া আবির্ভূত হইয়াছি", সেই সময় হইতে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করেন নাই, যতক্ষণ না আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে তাঁহাকে জানানো হইলে যে, "আল ইউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম"(—"আজি আমি তোমাদের জন্য ধর্ম ব্যবস্থা পূর্ণ করিলাম')। তিনি যেমন এই দাবী করিয়াছিলেন যে "ইন্নি রসুলুল্লাহে ইলাইকুম জামীয়ান" (—"হে মানব মণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রসুলরূপে প্রেরিত হইয়াছি")। তেমনি এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ইহা জরুরী ছিল যে সমস্ত জগতের সম্মিলিত ষড়যন্ত্র ও কলাকৌশল ও তাঁহার বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইত। সুতরাং তিনি কিরূপ সাহসিকতা ও বীরত্বের সহিত বিরুদ্ধবাদীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—'ফা কীদুনী জামিয়ান" অর্থাৎ সকলে মিলিত ভাবে সর্বপ্রকারের ষড়যন্ত্র ও ফন্দি-ফিকির কর এবং কোন কিছুই বাদ দিও না। কতল করার, দেশান্তরিত করার বা বন্দী করার যাবতীয় তদবীর কর। কিন্তু স্মরণ রাখিও যে "সা ইউহ্যামুল জাম্‌উ ও ইউওয়াল্লুনাদ্বর"—অর্থাৎ চূড়ান্ত ও শেষ বিজয় আমার জন্যই নির্ধারিত। তোমাদের সকল তদবীর ও ষড়যন্ত্র ধূলিসাৎ হইবে, তোমাদের সকল সংস্থা ও যৌথ প্রচেষ্টা এবং জনবল বিক্ষিপ্ত ও ব্যর্থ হইয়া পড়িবে এবং তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে। যেমন এই মহান দাবী যে "ইন্নি রসুলুল্লাহে ইলাইকুম জামিয়ান" (—'নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রসুলরূপে আবির্ভূত হইয়াছি') এমন দাবী আর কেহই

পেশ করেন নাই, এবং যেমন "ফাকীহুনী জামিয়ান" উচ্চারণ করারও আর কাহারও সাহস হয় নাই, তেমনি ভাবে আর কাহারও মুখ হইতে ইহাও নিঃসৃত হয় নাই যে "সা ইউহ্‌যামুল জামউ ওয়া ইউওয়াল্লুনাদ্‌বুর'। এই সকল কথা কেবল সেই ব্যক্তির মুখ হইতেই উচ্চারিত হইয়াছিল (এবং তদনুযায়ী ঘটনাও ঘটিয়াছিল, যিনি ছিলেন খোদাতায়ালার ছায়ার নীচে উলিহিয়তের (ঈশ্বরত্বের চাদরে আবৃত। আল্লাহুমা সাল্লে আলা মুহাম্মাদেন ওয়া আলে মুহাম্মাদ।"

(আল-হাকাম, ২৪শে জুলাই ১৯০২ইং)

একমাত্র লক্ষ্য, সকল মিথ্যা নবুওতকে খণ্ডন করিয়া হযরত খাতামান্নবীয়ীনের চিরস্থায়ী নবুওতকে প্রতিষ্ঠিত করা।

"নিশ্চয় স্মরণ রাখিবে যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যকার মুসলমান হইতে পারে না এবং হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর অনুসারী রূপে পরিণত হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আঁ-হযরত সাল্লাসাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে খাতামান্নাবীয়ীন রূপে বিশ্বাস করে. যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ধর্মে নব উদ্ভাবিত সমস্ত প্রকারের অবৈধ বিষয়াদী হইতে বিরত হয় এবং নিজের কথা ও কাজের দ্বারা তাঁহাকে খাতামান্নাবীয়ীন বলিয়া মান্য করে। এইরূপ না করিলে সবই বৃথা। সাদী (রহঃ) কি উত্তম কথা বলিয়াছেন : 'বা যোহদ ও ওরা কোশ ও সিদক ও সাফা, ওয়া লেকিন মে কযায়ে বর্‌ মস্তোফা।'

আমার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, যাহার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা আমার হৃদয়ে প্রেরণা ও উদ্দীপনা প্রদান করিয়াছেন তাহা এই যে শুধু আর শুধুমাত্র রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নবুওতকেই প্রতিষ্ঠিত করা, যাহা চিরকালের জন্য আল্লাহতায়ালা কায়েম করিয়াছেন, এবং সমস্ত মিথ্যা নবুওতকে খণ্ড-বিখণ্ড করা আমার কাজ।" (আল-হাকাম, ১০ই আগষ্ট ১৯০২ইং)

অনুবাদ—মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**, সদর মুরুব্বী

"তোমরাই আল্লাহ্‌তায়ালার শেষ জামাত। সুতরাং পূণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত আর হওয়া সম্ভব নহে। তোমাদের মধ্যে যে কর্মে শিথিল হইয়া পড়িবে, তাহাকে ঘৃণিত দ্রব্যের মত জামাত হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করা হইবে এবং আক্ষেপের সহিত তাহার জীবনের অবসান হইবে। এরূপ ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না।" ('আমাদের শিক্ষা' পৃঃ ১১)

"যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের পরস্পরের বিবাদ মীমাংসা করিয়া ফেল এবং নিজ ভ্রাতাকে ক্ষমা কর! কারণ যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতার সহিত বিবাদ মীমাংসা করিতে প্রস্তুত নহে সে নিশ্চয় অসাধু। সে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে। সুতরাং সে সম্বন্ধচ্যুত হইয়া যাইবে।"

[আমাদের শিক্ষা পৃঃ ২৭]

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

জুমার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ইং তারিখে রাবওয়ায় মসজিদে-মোবারকে প্রদত্ত]

প্রকৃত নাজাত বা মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার মারেফাত ও একীন অপরিহার্য এবং সেই মারেফাত লাভ হযরত নবী করীম (সাঃ -এর পূর্ণ পয়রবী ও মহব্বতের সহিতই সম্পৃক্ত।

নাজাত লাভের প্রতি আমাদের সর্বক্ষণ মনোযোগী ও সজাগ থাকা উচিত এবং এ পথে প্রত্যেক প্রকারের কুরবানী ও ক্রমাগত সাধনার প্রয়োজন।

সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেন ঃ

আজ আমি বন্ধুগণের এ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই যে, তাঁহারা প্রকৃত নাজাত প্রত্যাশী হউন এবং এই পথে প্রত্যেক প্রকারের মুজাহেদা ও চেষ্টা-সাধনা করিতে থাকুন।

নাজাতের পথ মানুষ সঠিক রূপে বুঝে নাই। যেমন খৃষ্টানরা মনে করেন যে নাজাত পাপের শাস্তি হইতে অব্যাহতির নামান্তর, এবং এই ভুল বুঝার জন্যই তাহারা নাজাতের জন্য মসীহ'র রক্ত এবং প্রায়শ্চিত্ববাদের বিশ্বাস দুনিয়ার সামনে পেশ করে। এ সব কিছুই তাহাদের ভ্রান্তি।

নাজাতের প্রকৃত অর্থ মানব জীবনের সেই সুখময় প্রীতিকর অবস্থা, যাহার ফলে মানুষ পরিপূর্ণ ও চিরস্থায়ী আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিতে সক্ষম হয় এবং যাহার চাহিদা ও প্রবল পিপাসা মানব প্রকৃতির মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। মানুষ স্বভাবতঃ এবং প্রকৃতিগত ভাবেই জীবনের সেই সুখময় প্রীতিকর অবস্থার প্রত্যাশী।

এ প্রসঙ্গে আমি একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের একজন নও-মুসলিম জার্মান ভ্রাতার একটি চিঠির উল্লেখ করিতে চাই। আমি যখন ফ্রাঙ্কফোর্টে গিয়াছিলাম তখন তিনি বয়েত করিয়াছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কয়েক সপ্তাহ হইল তাঁহার একখানা পত্র পাইলাম। সেই পত্রখানা বড়ই সুন্দর ও প্রিয়। এজন্য যে উহাতে তিনি লিখিয়াছেন—'দুনিয়ার মানুষ সুখ ও আনন্দের অন্বেষণে উন্মাদের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে কিন্তু উহা তাহারা পাইতেছে না। আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করিলাম, তখন ইসলামের সুন্দর শিক্ষার ফলে আমি অনুভব করিলাম যেন সমস্ত জগতের আনন্দ আমি লাভ করিয়াছি।' অর্থাৎ, মানব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সেই গুঢ় রহস্য, যাহা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি নিজেও উপলব্ধি করিতে পারিতেন না, তাহা তিনি উপলব্ধি করিলেন এবং আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে ইসলাম

গ্রহণের তৌফিক দেওয়ার ফলে, প্রকৃত সুখ ও তৃপ্তিপূর্ণ অবস্থা যেন মানবজীবনে সর্বত্র বিরাজ করে, মানবপ্রকৃতির সেই স্বাভাবিক চাহিদা তাঁহার মধ্যে পূর্ণতা লাভ করিল, এবং ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার এক মহা অনুগ্রহ।

মানুষ ধন-সম্পদ এবং জাগতিক উন্নতির মধ্যে সুখ ও তৃপ্তি তালাশ করিল। জাগতিক ক্ষেত্রে সে অনেক উন্নতিও লাভ করিল, অনেক সম্পদশালীও হইল। কিন্তু প্রকৃত সুখ ও তৃপ্তি তাহার ভাগ্যে জুটিল না। বিশ্বের বড় বড় জাতি, যেমন আমেরিকা, রাশিয়া ও ইউরোপীয় জাতিবর্গ পার্থিব দিক দিয়া অনেক উন্নত, অত্যন্ত সম্পদশালী, এবং প্রত্যেক প্রকারে জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও সুবিধা তাহারা ভোগ করিতেছে। আমাদের অধিকাংশই তাহাদের কথা এখানে বসিয়া কল্পনাও করিতে পারি না। কিন্তু এতদসত্বেও তাহাদের অন্তর সুখী নয় এবং এই অনুভূতি তাহাদের মধ্যে বিরাজমান যে, যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লাভ করিতে তাহারা স্বভাবতঃ বাসনা করিয়াছিল, তাহা তাহারা লাভ করিতে পারে নাই।

রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং জগতে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টাও মানুষ করিয়াছে। কিন্তু দৃষ্টান্তস্বরূপ আমেরিকাকেই দেখুন, রাজনৈতিক ক্ষমতা ও আধিপত্যের ফলে এই জাতিটি সুখময় প্রীতিকর অবস্থা লাভ করা তো দূরের কথা, তাহারা তাহাদের হাজার হাজার সন্তানদিগকে দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতেছে, এবং যে সকল জিনিস তাহারা অর্জন করিতে চাহিয়াছিল তাহা তাহারা অর্জন করিতে পারিতেছে না।

মোট কথা, মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা ইহা নিহিত করিয়াছেন যে, মানুষ যেন এমন এক সুখময় প্রীতিকর অবস্থা লাভ করিতে পারে যাহার ফলে চিরস্থায়ী ও সীমাহীন আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ হয়। ইহার জন্য তিনি আমাদিগকে শিক্ষাও দান করিয়াছেন এবং ইসলামের মাধ্যমে আমাদের জন্য উহার পথ সমূহ উন্মুক্ত করিয়াছেন।

কুরআন শরীফ পাঠে জানা যায় যে প্রকৃত সুখময় অবস্থা যাহা চিরস্থায়ী আনন্দের কারণ হয়, তাহা 'এরফানে এলাহী' (ঐশী-তত্বজ্ঞান) ব্যতিরেকে লাভ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌তায়ালার সত্বা ও গুণাবলীর মা'রেফাত (অভিজ্ঞতামূলক পূর্ণ জ্ঞান)-এর ফলেই মানুষ প্রকৃত ও চিরস্থায়ী আনন্দের অধিকারী হয়। আল্লাহ্‌তায়ালার সেফাত সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান লাভের দুইটি দিক বুঝায়। প্রথমতঃ আল্লাহতায়ালার জালালী সেফাতের (অর্থাৎ, ঐশী প্রতাপ ও মহিমা সূচক গুণাবলীর) প্রকাশ। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্‌তায়ালার জামালী সেফাতের (সৌন্দর্য ও করুণাসূচক গুণাবলীর) প্রকাশ। যখন কোন ব্যক্তির নিকট আল্লাহ্‌তায়ালার জালালী সেফাতের জ্যোতির বিকাশ ঘটে, তখন তাহার অন্তর তাহার রবের ভীতিতে কম্পমান হইয়া উঠে এবং এই সত্য তাহার নিকট প্রকটভাবে উদ্‌ঘাটিত হয় যে, খোদাতায়ালার গযব ও অসন্তোষ এমন এক আগুন যাহা কাহারও উপর পতিত হইলে, তাহাকে ভস্মীভূত করিয়া দেয়। তৎসঙ্গে যখন তাহার উপর আল্লাহতায়ালার জামালী সেফাতের জ্যোতিবিকাশ ঘটে তখন তাহার হৃদয় তাহার রবের প্রীতি ও ভালবাসায় ভরিয়া যায়, বিগলিত হয়। এই দুই প্রকারের জ্যোতিবিকাশের পর সে

তাহার রবকে সত্যিকারভাবে চিনিতে পারে এবং তাহার হৃদয়ে তাহার রবের প্রতি যথাযথ মর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়। অন্যথা, অপরাপর লোকের অবস্থা তাহাই হয় যাহা এই আয়াতে ব্যক্ত হইয়াছে: "ওয়া মা কাদারুল্লাহা হাক্কা কদরেহি" (অর্থাৎ, তাহারা আল্লাহতায়ালাকে যথাযথ মর্যাদা দেয় নাই)। যাহারা তাঁহার সত্বা তথা তাঁহার জালাল (মহিমা) ও জামাল (সৌন্দর্য) দর্শন করে নাই, তাহারা তাঁহার মর্যাদা কি বুঝিবে? কিন্তু যখন একজন মুসলমান তাহার রবের জালালী ও জামালী সেফাত নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করে ও এই একীনের উপর কায়েম হয় এবং এই সত্যকে লাভ করে যে, সেই সর্বশক্তিমান খোদার অসন্তুষ্টি এক মুহূর্তের জন্যও সহ্য করা সম্ভব নয়, তখনই সকল পাপ হইতে সে নাজাত বা পরিত্রাণ লাভ করে। প্রত্যেক সেই কাজ যাহা করিলে আল্লাহতায়ালা অসন্তুষ্ট হইবেন (বলিয়া জানাইয়াছেন) তাহা করিতে তাহার আত্মা ও দেহ কাঁপিয়া উঠে। মোট কথা, জালালী সিফাতের একটি মাত্র জ্যোতির্বিকাশও যখন প্রকাশিত হয়, তখন উহা মানুষকে প্রত্যেক প্রকারের গোণাহ্ হইতে নাজাত দানের কারণ হয়। তবে এই শর্ত যে উহা মা'রেফাতপূর্ণ এবং সত্যিকারের হইতে হইবে, উহা যেন প্রতুল ও অপূর্ণ না হয়। তেমনিভাবে যখন আল্লাহতায়ালার সৌন্দর্য মানুষ দর্শন করে, তখন তাহার হৃদয়ে প্রেম ও ভালবাসার উদ্ভব হয় এবং সে ঐশীপ্রেমের সাগরে নিমগ্ন হয় এবং ঐশী-প্রেমের আগুন পার্থিব বাসনা-কামনাকে ভস্মীভূত করে। সে তাহার মাহবুব ও মতলুব (প্রিয় ও কাম্য) আল্লাহকে—তাঁহার সন্তুষ্টি ও রেজামন্দীকে হাসিল করার জন্য নিজের সমস্ত মেধা, বুদ্ধি, কৌশল ও সাধনার দ্বারা যথাসম্ভব প্রচেষ্টা চালায় এবং সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, জীবনের প্রকৃত স্বাদ ও আনন্দ আল্লাহতায়ালার প্রতি ভালবাসাতেই নিহিত। তখনই সে নাজাত লাভ করে। কেননা তখনই সে প্রকৃত সুখময় প্রীতিকর অবস্থার অধিকারী হয়, এবং মানব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত অনুরাগ ও স্পৃহা—তাহার সৃষ্টিকর্তার সহিত যেন তাহার ঘনিষ্ট ও দৃঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়—জীবনের এই উদ্দেশ্য লাভ করিতে সে সক্ষম হয়। (অসমাপ্ত)

[সাপ্তাহিক 'বদর' (কাদিয়ান), ২৯শে মে, ১৯৭৫ ইং]

অনুবাদ: **মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ** সদর মুরুব্বী

LOVE FOR ALL
HATRED FOR NONE

ভালবাসা সকলের তরে
ঘৃণা নাইগো কারো 'পরে

—হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

জামাতে আহমদীয়ার ৬২তম কেন্দ্রীয় মজলিসে শোরা সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত

সকাতর দোওয়া এবং সারগর্ভ ভাষণের দ্বারা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) উদ্বোধন করেন

"আল্লাহতায়ালা জামাতের উপর দ্রুতগতিতে কৃপা ও ফজল নাজেল করিয়া চলিয়াছেন ; ভবিষ্যতের চিন্তা করা আমাদের কর্তব্য। "আগামীকালে আমাদের উপরে যে দায়িত্বভার ন্যাস্ত হইবে তাহা হয়ত আপনারা বহণ করিবেন, নয়ত আল্লাহতায়ালা অন্য লোক সৃষ্টি করিবেন।" —হুজুর আইঃ-এর ঈমানউদ্দীপক ভাষণ। দেশ ও বিদেশ হইতে ৬৩৭ জন প্রতিনিধির যোগদান।

বিগত ২৬, ২৭ ও ২৮শে মার্চ ১৯৮২ইং রাবওয়ায় জামাত আহমদীয়ার ৬২ তম কেন্দ্রীয় মজলিসে মোশাওয়ারাত আল্লাহতায়ালার ফজলে সর্বাঙ্গ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, তাহরীকে-জদীদ ও ওকফে-জদীদের প্রায় ৮ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ ব্যতীত জামাতের তালীম তরাবিয়ত ও তবলীগ এবং আর্থিক উন্নয়ন বিষয়ে কতিপয় প্রস্তাব আলোচিত ও অনুমোদিত হয়।

হুজুর আকদাস সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) সকাতর দোওয়ার পর প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণে শোরায় পরামর্শ গ্রহণের গুরুত্ব ও উহার অতি কল্যাণকর নিয়মাবলীর উপর সারগর্ভ আলোকপাত করেন এবং জগতজোড়া ইসলামের তবলীগ ও প্রচার এবং নবআগতদের তরবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে জামাতে আহমদীয়ার উপর অর্পিত দায়িত্বাবলীর দিকে অতিউত্তমরূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মোহতারম সাহেবজাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পর হুজুর (আইঃ) দোওয়া করান। অতঃপর তাশাহুদ, তায়াওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর বলেন ঃ

"কুরআন করীমে শোরা বা পরামর্শ করার আদেশ আছে। এবং পরামর্শ করা এজন্য জরুরী যে, ইহাতে বহুবিধ হেকমত ও তাৎপর্য রহিয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তির মেধা-বুদ্ধি ও ধান-ধারণা অপরের তুলনায় ভিন্ন হইয়া থাকে। আর যখন প্রত্যেকের মেধা-বুদ্ধিকে এই সুযোগ দান করা হয় যে তাহার দৃষ্টিতে সেলসেলার স্বার্থ সম্মত প্রতিটি কথা যেন সে নিঃসংকোচে অকপট ব্যক্ত করিতে পারে, তখন অনেক গুলি কাজের কথা জানা যায়। হুজুর বলেন, পরামর্শ গ্রহণের দ্বিতীয় তাৎপর্য এই যে, পরামর্শ গ্রহণকারী যেন এই অহমিকায় লিপ্ত না হয় যে, সে ব্যতীত অন্য কাহারো মন-মস্তিষ্কে ঐ কথাটি আসিতেই পারে না। হুজুর বলেন,

'কিন্তু ফয়সালা করার অধিকার পরামর্শ গ্রহণকারীকেই দেওয়া হইয়াছে। পরামর্শ গ্রহণ করা তাহার জন্য জরুরী কিন্তু প্রতিটি পরামর্শ মানা জরুরী নয়। এবং ইহা এজন্য জরুরী নয় যে, ইহা সম্ভবপর নয়। যেমন, একটি বিষয়ে ৫০টি অথবা ১০০টি রায় উপস্থাপিত হইল, আর সেগুলি যদি পরস্পর বিরোধীও হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ যাবতীয় পরস্পর বিরোধী পরামর্শ কার্যকর করা সম্ভব নয়। তবে এমন হইতে পারে যে, পঞ্চাশটি পরামর্শের মধ্যে প্রতিটি রায়ে কোন না কোন কল্যাণজনক কথা থাকিতে পারে এবং এমনি ধারায় পঞ্চাশটি এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তত্ত্ব ও তথ্য একত্র করিয়া—যেগুলির মধ্যে কোন বিরোধ না থাকে, একটি নতুন কথার উদ্ভাবন করা যায়।

হুজুর এই প্রসঙ্গে জামাতের বন্ধুগণকে প্রাসঙ্গিকভাবে এ বিষয়ের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, নবাগতদের সামনে পুরাণ ঐতিহ্যাবলী তুলিয়া ধরা জরুরী, যাহাতে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হওয়ার ধারা সূচিত হইতে না পারে। হুজুর বলেন, এ বিষয়টি অতি জরুরী। এবং ইহার প্রতি প্রত্যেকের দৃষ্টি রাখা উচিত।

হুজুর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ইহা বর্ণনা করেন যে, জিম্মাদারী বা দায়িত্ব সচেতন হওয়ার সঠিক পদ্ধতি এই যে, প্রতিটি আহমদীর ইহা বুঝা উচিত যে, এই সেলসেলাকে সফলকাম করিয়া তোলার সার্বিক দায়িত্ব তাহারই উপর বর্তায়! ইহাতে সে নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিবে। তাহা হইলেই সফলতা আসিবে।

হুজুর পরামর্শ গ্রহণের বিষয়ের দিকে পুনঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলেন যে, যখন পরামর্শ দেওয়া হয় তখন পরামর্শ গ্রহণকারী এই সংকল্পের সহিত ফয়সালা করেন যে, ফয়সালা করা তাহার কাজ, কিন্তু সফলকাম করা আল্লাহ্‌তায়ালার কাজ। সেজন্য সে দেয়ানতদারী, সততা ও নিষ্ঠা এবং নেক নিয়তের সহিত খোদাতায়ালার কাজকে সম্পাদন করিবে কিন্তু নিজেকে নিঃরুপায় বলিয়া জানিবে এবং তাহার সকল ভরসা ও নির্ভরতা আল্লাহ্‌তায়ালার উপরে ন্যাস্ত করিবে। হুজুর বলেন, আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন যে, 'তাঁহার উপর যাহারা নিরঙ্কুশ ভরসা ও খালেস তওয়াক্কল রাখিবে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের সহিত প্রীতি ও ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার করিবেন'। হুজুর অত্যন্ত সুন্দর ভঙ্গীতে বলেন,

'দুনিয়ার কোন প্রীতি তাহার প্রিয়কে বিফল মনোরথ হইতে দেখিতে চায় না।'

হুজুর এই প্রসঙ্গে প্রতিটি ফয়সালার ক্ষেত্রে আল্লাহতায়ালার উপর তওয়াক্কল ও নির্ভরশীলতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ক্যালগ্রী (কানাডা)-এর জামাতের কথা উল্লেখ করেন। সেই জামাত ৫/৬ বৎসর পূর্বে একটি গৃহ ৭০/৮০ হাজার কানাডিয়েন ডলার মূল্যে ক্রয় করিয়াছিল। ইত্যবসরে সেই জায়গার মূল্য অত্যন্ত বাড়িয়া যায় এবং সেই গৃহটি ক্রয় করার জন্য সাড়ে চার লক্ষ ডলারের অস্তাব আসে। এবং শহরের কয়েক মাইল ব্যবধানে ৪০ একর জমি উক্ত মূল্যেই পাওয়া যাইতেছিল।

হুজুর বলেন, উক্ত বিষয়ে জামাতের মধ্যে মতবিরোধ ঘটে যে বর্তমান জায়গাটি যাহা অত্যন্ত ক্ষুদ্র উহা বিক্রয় করিয়া চল্লিশ একরের সুবিশাল জমিটি ক্রয় করা হউক বা না করা

হউক। নতুন জায়গাটি দূরে হওয়ার কারণে কাহারো কাহারো মনে সংকোচ ছিল এবং কেহ কেহ বর্তমান জায়গাটি ক্ষুদ্র হওয়াতে উদ্বেগ বোধ করিতেছিলেন। হুজুর বলেন, পরিশেষে উভয় পক্ষের যুক্তি সামনে রাখিয়া আমি এই ফয়সালা করিলাম যে, ৪০ একর অধ্যুষিত জমিটি নেওয়াই অত্যন্ত সমীচীন। হুজুর বলেন, জামাতের প্রতিশ্রুত ভবিষ্যৎ এবং দ্রুতবেগে উন্নতির সুস্পষ্ট লক্ষণাবলীর প্রেক্ষিতে আমি এই ফয়সালা করিয়াছিলাম যে, বৃহৎ জায়গাটিই অধিক উত্তম।

হুজুর বলেন যে দ্রুতগতিতে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও রহমত বর্ষিত হইয়া চলিয়াছে। এতদ্বারা খোদাতায়ালার এ ইচ্ছাই প্রতিভাত হয় যে, তিনি ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে তাঁহার ফজল ও রহমতের দ্বারা ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষার উপকরণ শীঘ্র সৃষ্টি করিবেন এবং তাহাদিগকে সত্যের দিকে রুজু ও বাধিত হওয়ার তৌফিক দান করিবেন, ইনশাআল্লাহ্‌।

হুজুর বলেন আমাদের তো চিন্তা করা উচিত এই যে, আল্লাহতায়ালা কয়েক বৎসরের মধ্যে ক্যালগ্রীতে এত বড় জামাত সৃষ্টি করিয়া দিবেন যে, এই নতুন সুপ্রশস্ত স্থানটিও ক্ষুদ্র হইয়া পড়িবে। হুজুর বলেন, আমাদের শুধু বর্তমানের (প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে) জীবন যাপনের অভ্যাসই রপ্ত করা উচিত নয় বরং ভবিষ্যত কালেরও খেয়াল রাখা উচিত, এবং সেই উদ্দেশ্যে আগামীকালে ভবিষ্যৎবংশধরদের শিক্ষা ও তরবিয়ত করাও জরুরী। সহস্র সহস্র ও লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় যখন নতুন আহমদী হইবে তখন তাহাদের তরবিয়ত কে করিবে? তরবিয়ত-দানকারী যদি আপনাদের বংশধরগণের মধ্য হইতে তৈরী না হয়, জীবন ওক্‌ফকারীগণ যদি আগাইয়া না আসে, তাহা হইলে জিম্মাদারীর গুরুভার কাহারা বহণ করিবে?

হুজুর বলেন, আমি পূর্বেও বলিয়াছি যে, ভবিষ্যৎ কালের বোঝা তো অবশ্যই ন্যাস্ত হইবে; সেই বোঝা হয়ত আপনরা বহণ করিবেন, নয়ত খোদাতায়ালা অন্য জামাত সৃষ্টি করিয়া দিবেন। কেননা খোদাতায়ালা ইহা ফয়সালা করিয়া রাখিয়াছেন যে, হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর যুগে দ্বীন-হক ইসলাম জগৎব্যাপী অপরাপর সকল ধর্ম ও মতবাদের উপর প্রাধান্য লাভ করিবে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ইহাও বলিয়া গিয়াছেন যে, জামাত প্রতিষ্ঠায় তিন শতাব্দী পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই আহমদীয়াত (তথা দ্বীনে-হক ইসলাম)-কে প্রাধান্য দান করা হইবে।

হুজুর বলেন, 'আমি ইহাও বলিয়াছি যে, জামাতে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় শতাব্দীতে আল্লাহ্‌তায়ালা অতি দ্রুত দ্বীনে-হক ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষণাবলী প্রকাশ করিবেন এবং এই আগত প্রায় শতাব্দীতে দ্বীনে-হক ইসলামের প্রধান্য লাভের ক্ষেত্রে এরূপ বিষয় ও ঘটনাবলীর উদ্ভব ঘটিবে যে, আজ আপনারা সেগুলি চিন্তাও করিতে পারেন না। হুজুর বলেন, সেই সময় নবাগতদিগকে কে সংবরণ করিবে? ইহার জন্য মসজিদ সমূহেরও প্রয়োজন।

আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও অনাগত ভবিষ্যতকালে জামাতের উন্নতি ও সম্প্রসারণের দিকে লক্ষ্য করিয়া হুজুর যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান করিতে গিয়া

হুজুর বলেন যে, স্পেনে যে মসজিদ নির্মাণ করা হইয়াছে, উহার সহিত কয়েক বিঘা জমিও ক্রয় করা হইয়াছে। দুই বা তিন একর জমির প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন তো এ বিষয়ের যে আল্লাহতায়ালার ওয়াদা সমূহ পূর্ণ হওয়ার বিষয়ে যেন পূর্ণ ও অবিচল বিশ্বাস রাখা হয় এবং চিন্তা করা হয় যে আল্লাহতায়ালার ওয়াদা সমূহ যখন পূর্ণ হইবে তখন নবাগতদের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। ইহার জন্য এখন হইতেই প্রস্তুতি গ্রহণ করা জরুরী।

হুজুর তাঁহার ভাষণের শেষ পর্যায়ে বন্ধুদিগকে নসিহত করেন যে, "আমাদের মজলিসে মুশাওয়ারত' অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে নিখিল বিশ্বে সর্বাপেক্ষা নিরব। শৃঙ্খলাপূর্ণ) পরামর্শ সভা রূপে। ইহাতে পরস্পরের মধ্যে কাহাকেও সম্বোধন করা যাইবে না। আমাকে পরামর্শ দিন এবং অন্য কাহারও কথা উল্লেখ করিবেন না যে অমুক ব্যক্তি এরূপ বলিয়াছে। হৈ-চৈই করিবেন না, অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিবেন না, মনোযোগ সহকারে কথা শুনিবেন এবং সময় বিনষ্ট হইতে দিবেন না।

হুজুর বলেন, দোওয়ায় রত থাকিয়া, খোদাতায়ালার নিকট মাগিয়া, প্রতিটি কল্যাণ ও মঙ্গল এবং ফজল ও বরকত তাঁহারই নিকট যাচ্ঞা করিয়া মুশাওয়ারতের দিকগুলি অতিবাহিত করুন; আমাদের দোওয়া সমূহ যেন কবুল হয় এবং ব্যক্তিগতভাবেও এবং জামাতগতভাবেও আমরা যেন এখান হইতে নিজেদের ঝোলা সম্পূর্ণ ভরিয়া ফিরিয়া যাইতে পারি, ঝোলা-গুলিতে যেন ছিদ্র লইয়া না যাই। আমীন।

(দৈনিক আল-ফজল, ২৮শে মার্চ ১৯৮২ইং)

অনুবাদ—মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**, সদর মুরুব্বী

শোক সভা

বিগত ১৯/৩/৮২ইং তারিখ রাত্র ১১-১০ মিঃ-এ মীর আবদুস ছাত্তার সাহেব (মোড়াইল-মীর বাড়ী ব্রাহ্মণবাড়ীয়া), ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া·····রাজেউন। এতদ উপলক্ষে ১১ | ৪ | ৮২ইং তারিখ রোজ রবিবার বাদ আসর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীর উদ্যোগে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ ইদ্রিস সাহেবের সভাপতিত্বে মসজিদে মোবারক, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন জনাব শাহজাদা খাঁন ও নজম পাঠ করেন এস. এম. নইমউল্লাহ। অনুষ্ঠিত শোক সভায় মরহুমের জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন ও সকলকে তাঁহার ন্যায় হওয়ার জন্য আকুল অনুরোধ সহকারে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মৌঃ ছলিমউল্লাহ সাহেব, মৌঃ সামছুজ্জামান সাহেব, শেখ আবদুল আলী সাহেব, খন্দকার আনু মিঞা সাহেব ও ডাক্তার আনোয়ার হোসেন সাহেব।

অতঃপর সভাপতির ভাষণের পর দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত সভায় আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা ও নাসেরাত সহ প্রায় ১০০ (একশত) জন উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ দাতা

শেখ বশির আহমদ

মোড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

পনর মাসের মধ্যেই তিনটি ইউরোপীয় ভাষায় কুরআন করীমের তফসিরসহ তরজমা প্রকাশ হইবে

রাবওয়া, ১৯শে ফেব্রুয়ারী—সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জুমার খোৎবাতে বলেন যে, তিনটি বহুল প্রচলিত ইউরোপীয় ভাষায় কুরআন করীমের তরজমার কাজ আরম্ভ হইয়াছে এবং আশা করা যায় পনর মাসের মধ্যে উক্ত ভাষাগুলিতে তফসীর সহ তরজমার কাজ সুসম্পন্ন হইয়া যাইবে। উহাদের প্রতিটি গ্রন্থ (volume) চৌদ্দ শত পৃষ্ঠা অধ্যায়িত হইবে। হুজুর (আইঃ) জামাতকে উপদেশ করিয়া বলেন, দোওয়া করুন যেন এ তরজমা সমূহ সহি ও উত্তম হয় এবং প্রভাববিস্তারকারী সাব্যস্ত হয় এবং খোদাতায়ালার নিকট কবুলিয়তের মর্য্যাদা লাভ করে।

হুজুর এপ্রসঙ্গে আরও বলেন, কুরআনী শিক্ষা বর্তমান জামানায় উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হওয়া নির্ধারিত রহিয়াছে। সেজন্য জামাতে আহমদীয়ার কর্তব্য হইল কুরআন করীমের সহি তরজমা ও তফসীর প্রকৃষ্ট ও প্রাঞ্জল অর্থ ও মর্ম সহ সমগ্র মানবজাতির হাতে পৌঁছাইয়া দেওয়া। আর ইহার জন্য জরুরী, প্রতিটি এলাকা ও অঞ্চলের ভাষায় কুরআন করীমের এরূপ তরজমা প্রকাশ করা যাহা খোদাতায়ালার নিকট সহি, কবুলিয়ত ও প্রভাব সম্পন্ন এবং বরকতপূর্ণ হয়। সেইজন্য জামাত আহমদীয়া শুরু হইতেই এরূপ প্রচেষ্টা চালাইয়া আসিতেছে এবং অনেকগুলি ভাষায় কুরআন করীমের তরজমা ও তফসীর প্রকাশ করিয়াছে। আল্লাহ্-তায়ালার বড়ই অনুগ্রহ যে, যাহারাই উক্ত তরজমা সমূহ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এগুলির দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হইয়াছেন এবং কুরআন করীমের প্রকৃত মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, এবং আল্লাহতায়ালার মা'রেফত ও তত্ত্বজ্ঞান লাভে এই তরজমা ও তফসীর সমূহ অত্যন্ত সহায়ক হইয়াছে। কিন্তু এখনও এ কাজ শেষ হয় নাই, আরও বহু ভাষায় পবিত্র কুরআনের তরজমা ও তফসীর প্রণয়ন ও প্রকাশের কাজ বাকী রহিয়াছে।

হুজুর আরও বলেন যে, যেগুলি ভাষা বৃহৎ ও অধিক অঞ্চলে বহুল ও অধিক প্রচলিত সেই সকল ভাষায় প্রথমেই তরজমা প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক, যাহাতে যথাসম্ভব অধিক লোকের হাতে স্বল্প সময়ে পূর্ণ শানের সহিত পবিত্র কুরআনের তরজমা পৌঁছিয়া যায়। হুজুর এই প্রসঙ্গে বহুল প্রচলিত ফ্রেঞ্চ ও স্পেনিশ ভাষাদ্বয়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে এই দুইটি ভাষায় তরজমা ও তফসীর প্রকাশের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর, ইনশায়াল্লাহ, যতদিন আমি জীবিত আছি আল্লাহ যেন আমাকে তৌফিক দেন এবং তারপর জামাতকে, যাহা কিয়ামতকাল ব্যাপী জীবিত থাকার সুসংবাদ সমূহের অধিকারী, এই তৌফিক দান করেন যে তাহারা যেন রাশিয়ান ও চীনা ভাষায় কুরআন করীমের তরজমা ও তফসীর প্রকাশের কাজ সম্পন্ন করিতে পারেন।

(অসমাপ্ত)

খরমপুরে নবনির্মিত মসজিদ আহমদীয়ার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও করমে খরমপুরে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট প্রবীণ আহমদী জনাব গোলাম মৌলা খাদেম সাহেবের উদ্যোগে একটি নতুন মসজিদ গড়িয়া উঠিয়াছে। এবং উহার উদ্বোধন করা হয় বিগত ২রা এপ্রিল ১৯৮২ইং রোজ শুক্রবার জুমার নামাজ আদায়ের মাধ্যমে। জুমার খোৎবা প্রদান করেন এবং নামাজ পড়ান জনাব মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, (সদর মুরুব্বী) বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম আমীর সাহেবের নির্দেশানুযায়ী। জুমার খোৎবায় তিনি মসজিদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্বন্ধে কুরআনী আয়াত, হাদিস শরীফ এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাবলীর উদ্ধৃতি মূলে হৃদয়গ্রাহী বিশদ আলোকপাত করেন এবং মসজদকে যথামর্যাদা সহ আবাদ রাখার কর্তব্য ও দায়িত্বের প্রতিও বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই মসজিদটি যেন এতদ অঞ্চলে জামাত সমূহের তা'লীম ও তরবিয়ত এবং হেদায়ত ও আলো বিস্তারের কারণ হয়। আমীন।

উল্লেখযোগ্য যে স্থানীয় জামাতের পক্ষ হইতে মাইকের এবং আশেপাশের জামাত সমূহ হইতে আগত মেহমানদিগকে দুপুরে একবেলা খাওয়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ঢাকা চট্টগ্রাম, আখাওড়া, ক্রোড়া, দেবগ্রাম ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হইতে প্রায় ৬০ জন আহমদী ভ্রাতা উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, জুমার নামাজের পর নবনির্মিত মসজিদটিতে এতদপোলক্ষে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে কুরআনপাক তেলাওয়াত করেন জনাব মোঃ হারুণ-উর-রশিদ, (ক্রোড়া জামাত) এবং উর্দু নজম পাঠ করেন জনাব ইয়াহ্ইয়া লস্কর (কায়েদ, খরমপুর খোদ্দামুল আহমদীয়া)। অতঃপর মোহতারম জনাব মৌঃ গোলাম মৌলা খাদেম সাহেব উক্ত মসজিদ নির্মাণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বলেন যে বহুকালের পবিত্র বাসনা অনুযায়ী অত্র মসজিদটি আল্লাহতায়ালার ফজলে তাঁহার নিজের ও তাঁহার আত্মিয়-স্বজনের পক্ষ হইতে পেশকৃত জমি ও নগদ প্রায় দশ হাজার টাকার দ্বারাই বাস্তবরূপ গ্রহণ করিয়াছে। আল্লাহতায়ালা তাহাদিগের সকলকে উত্তম পুরকারে ভূষিত করুন। আমীন। মসজিদটির যত্নের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার পরোলোকগত স্ত্রীর পনর শতাংশ আবাদ জমি ওক্ফ করার কথাও ঘোষণা করেন। 'জাযাহুল্লাহুতায়ালা আহসানাল জাযা'। তিনি ইহাও বলেন যে, মসজিদটি নির্মাণ কাজে স্থানীয় জামাতের কায়েদ খোদ্দামুল আহমদীয়া জনাব ইয়াহইয়া লস্কর সাহেব প্রশংসনীয় সহযোগিতা দান করেন। আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে জামাতের অধিকতর খেদমত পালনের তৌফিক দিন। আমীন। তারপর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদানের উদ্দেশ্যে আগত মেহমানদের মধ্যে মৌলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব (অবসর প্রাপ্ত সদর মুরুব্বী), জনাব মৌঃ মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব (কৃষি বিভাগের অবসর প্রাপ্ত উপ-পরিচালক ও প্রাক্তন জেনারেল সেক্রেটারী, বাঃ আঃ আঃ) এবং জনাব মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব (সদর মুরুব্বী, ঢাকা) সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই মসজিদের আদাব ও উহাকে আবাদ রাখার লক্ষ্যে সকলের কর্তব্য ও দায়িত্ব এবং জামাত আহমদীয়া কর্তৃক

সারা বিশ্বে ইসলামের খাঁটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও প্রচার এবং অসংখ্য মসজিদ স্থাপনের অতুলনীয় ভূমিকা বিশদভাবে তুলিয়া ধরেন। অতঃপর ঢাকা হইতে আগত জনাব এন, এন. মোঃ সালেক সাহেব এবং জনাব আফযাল আহমদ খাদেম সাহেব শোকরিয়া জ্ঞাপন করেন। তারপর সকলকে চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, সভায় মাইকের সুব্যবস্থা ছিল এবং অত্র অঞ্চলে অনাবৃষ্টি জনিত আবশ্যকে সভা চলা কালেই দোয়া কবুলের নিদর্শন স্বরূপ বহুলাকাঙ্খিত মুষলধারে বারি বর্ষণ হয়। 'সকল প্রশংসা বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহতায়ালার'।

(আহমদী রিপোর্ট)

ময়মনসিংহ জিলা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

বিগত ১০ ও ১১ই এপ্রিল ১৯৮২ ইং ময়মনসিংহ জিলা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ১ম বার্ষিক ইজতেমা আল্লাহতায়ালার ফজলে পূর্ণ সাফল্যের সহিত কোটিয়াদিতে স্থানীয় প্রেসিডেন্টের বাড়ীর বহিরাঙ্গণে সুসজ্জিত সামিয়ানা ও মাইকের সুব্যবস্থার মধ্য দিয়া দুই দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী খোদ্দাম ও আতফালের কোরআন তেলাওয়াত, নজম, দীনি মালুমাত ও বক্তৃতা এবং খেলাধুলার প্রতিযোগিতাসহ তরবিয়তী বক্তৃতা সমূহ অনুষ্ঠিত হয়। নামাজ তাহাজ্জুদ ও বাজামাত ওয়াক্তি নামাজ আদায়ের মাধ্যমে প্রায় ৬০ জন খোদ্দাম ও আতফাল এক পবিত্র পরিবেশে সুশৃঙ্খল ভাবে উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত সকল প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। বেশ কিছু সংখ্যক আনসারও উক্ত জেলার বিভিন্ন জামাত হইতে ইজতেমায় যোগদান করেন। ঢাকা হইতে কেন্দ্রীয় মজলিসের জনাব তাসাদ্দুক হোসেন (ডিভিশনাল কায়েদ), জনাব আমীরুল হক (নায়েম তরবিয়ত ও সিটি কায়েদ-ঢাকা), জনাব আজহারউদ্দীন (নায়েম তাহরীক জদীদ, বাঃ মঃ খোঃ), জনাব মোঃ আল-আমীন (নায়েম তরবিয়ত, ঢাকা), জনাব মোসাদ্দেক আহমদ (মোতামাদ, মগবাজার-ঢাকা), মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব ও জনাব মৌঃ মোস্তফা আলী সাহেব এবং ময়মনসিংহ হইতে জনাব অধ্যাপক আমীর হুসেন সাহেব এবং মাহমুদুন হাসান সাহেব (জিলা কায়েদ) যোগদান পূর্বক ইজতেমা পরিচালনা ও সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত, জনাব হাফেজ সিকান্দর আলী সাহেব ও জনাব আনোয়ার আলী সাহেবও বক্তৃতা করেন। পরিশেষে প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী খোদ্দাম ও আতফালের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সমাগত সকলের জন্য থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব ডাঃ এজাজুল হক সাহেব ও অন্যান্য ওহুদেদারগণ সুচারুরূপে পালন করেন। যাযাহুমুল্লাহুতায়ালা আহ্‌সানাল জাযা।

(আহমদী রিপোর্ট)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the proppríetors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca-1.
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar